রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ চৈত্র, ১৪২১/০১ এপ্রিল, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮ চৈত্র, ১৪২১ মোতাবেক ০১ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :

২০১৫ সনের ০৮ নং আইন

যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উহাদেরকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে যুব সংগঠনসমূহের নিবন্ধন এবং পরিচালনার জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উহাদেরকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে যুব সংগঠনসমূহের নিবন্ধন এবং পরিচালনার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "জাতীয় যুব কাউন্সিল" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় যুব কাউন্সিল;

(২) "নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ" অর্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কিংবা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(৩) "নিবন্ধন সনদ" অর্থ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ;

(৪) "নির্বাহী পরিষদ" অর্থ যুব সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত নির্বাহী পরিষদ;

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) "যুব" অর্থ জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী যুব হিসাবে নির্ধারিত বয়সসীমার বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক;

(৭) "যুব কার্যক্রম" অর্থ যুব সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত নিম্ন-বর্ণিত কার্যক্রম, যথা :—

(ক) যুবদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাহাদের মধ্যে দেশের কল্যাণবোধ, প্রকৃতিপ্রেম ও মানবহিতৈষণা সৃষ্টিকরণ;

(খ) কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুবদেরকে মঙ্গলকামী ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ;

(গ) দেহ, মন ও নৈতিকতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড এবং সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধি হইতে যুবদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন;

(ঘ) দেশ, সমাজ, পরিবেশ ও মানবকল্যাণে স্বেচ্ছাধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঙ) জীবনমানের আধুনিকায়নে যুবদের অংশগ্রহণে উৎসাহিতকরণ ও তাহাদের মধ্যে নেতৃত্বগুণের বিকাশসাধন;

(৮) "যুব সংগঠন" অর্থ যুব কার্যক্রম পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে যুবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন সংগঠন যাহা অলাভজনক ও অরাজনৈতিক; এবং

(৯) "সদস্য" অর্থ যুব সংগঠনের সাধারণ সদস্য।

৩। আইনের প্রযোজ্যতা।—(১) আপাততঃ কার্যকর অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইনের অধীন যুব সংগঠনের নিবন্ধন ও পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া অন্য কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সংগঠন বা সংস্থা যুব কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে স্বীকৃতিপত্র গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন স্বীকৃতিপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা সংস্থার কার্যক্রম এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণক্রমে পরিচালিত হইবে।

৪। **যুব সংগঠন নিবন্ধন**।—(১) যুব সংগঠন নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম, পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা মঞ্জুর করতঃ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে অথবা নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন সনদ প্রদান অথবা আবেদনকারীকে সিদ্ধান্ত অবহিত করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট যুব সংগঠন নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী উহা অবহিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকার বরাবর আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে দায়েরকৃত আপিল সরকার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে এবং উহার সিদ্ধান্ত আবেদনকারী এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **যুব সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি**।—(১) নিবন্ধন সনদ, বা ক্ষেত্রমত, স্বীকৃতিপত্র ব্যতিরেকে কোনো যুব সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো যুব সংগঠনের নিবন্ধনের আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) কর্মদিবস বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে উহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংগঠন উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত যে কোন Scheduled Bank এ যুবসংগঠনের নামে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালনার জন্য, একটি একাউন্ট থাকিতে হইবে যাহাতে উহার সমুদয় অর্থ জমা হইবে।

৬। **নিবন্ধনের শর্তাবলি, ইত্যাদি**।—(১) যুব সংগঠন হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইলে সংগঠনের নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা :

(ক) সদস্যগণকে যুব হইতে হইবে;

(খ) যুব কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্টতা থাকিতে হইবে;

(গ) নামের সাথে 'যুব' শব্দ সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত একটি গঠনতন্ত্র এবং উক্ত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিতে হইবে এবং, প্রয়োজনে, উহার একটি উপদেষ্টা পরিষদও থাকিতে পারিবে।

(২) যুব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা অন্যূন ২০ (বিশ) জন হইতে হইবে এবং নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৭(সাত) এবং অনধিক ১১(এগার) জন হইবে।

৭। **যুব সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন**।—(১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক যুব সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, গঠনতন্ত্রে আনীত সংশোধন অনুমোদন করিবে।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সংশোধনীর একটি অনুলিপি অনুমোদনের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট যুব সংগঠনকে প্রদান করিবে।

৮। **যুব সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল**।—মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অথবা তথ্য গোপন করিয়া কোনো যুব সংগঠন নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, উহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

৯। **নির্বাহী পরিষদ বাতিলকরণ**।—(১) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ, লিখিত আদেশ দ্বারা, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে যুব সংগঠনের নির্বাহী পরিষদ বাতিল করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) নিবন্ধন সনদ বা, ক্ষেত্রমত, স্বীকৃতিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে; অথবা

(খ) যুব সংগঠনের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিকর কোনো কার্য বা আর্থিক অনিয়ম প্রমাণিত হইলে;